গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপপরিচালকের কার্যালয়
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
কক্সবাজার

কক্সবাজার জেলা কৃষি পুণর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	ঃ মোঃ মামুনুর রশীদ, জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার
সভার তারিখ ও সময়	ঃ ০৬/০৪/২০২২ খ্রিঃ , সকাল ঃ ১১.৩০ ঘটিকা
সভার স্থান	ঃ শহীদ এটিএম জাফর আলম সিএসপি সম্মেলন কক্ষ, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কক্সবাজার
সভার উপস্থিতি	ঃ সকল সদস্যবৃন্দ

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং সদস্য-সচিবকে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভার কাজ শুরু করার জন্য অনুরোধ করলে সদস্য সচিব,উপপরিচালক,কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কক্সবাজার সদস্যদের অবগতির জন্য বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন এবং কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা অনুমোদন করা হয়। সদস্য সচিব সভাকে জানান যে, ২০২১-২২ অর্থ বছরে খরিফ-১/ ২০২২ মৌসুমে আউশ উফশী উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ২০২১-২২ অর্থ বছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাজেটে '১২০০০৬৫০৫- কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা' খাতে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে সার ও বীজ বিতরণের জন্য প্রণোদনা কর্মসূচির ০১টি বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। উক্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য কক্সবাজার জেলায় আউশ উফশী বীজ,সার ও পরিবহন ব্যয় বাবদ ২৭,৩৪,৩০০/- (সাতাশ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার তিনশত) টাকার অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায় (কপি সংযুক্ত)।এ বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপকরণ-২ শাখার ১২.০০.০০০০.০২৬.৩৮.০০১.২২.১৭৭তারিখঃ ১৪/০৩/২০২২ খ্রিষ্টাব্দ মূলে জারীকৃত পত্রটি পাঠ করে শুনানো হয়। তিনি কক্সবাজার জেলার ৮টি উপজেলার খরিফ-১ মৌসুমের আবাদের পরিসংখ্যান তুলে ধরেন ।

তিনি উপজেলার আউশ আবাদি জমির পরিমাণের উপর ভিত্তি করে এবং প্রদত্ত নীতিমালা/বাস্তবায়ন পদ্ধতি (কপি সংযুক্ত) পালন সাপেক্ষে উক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাব করেন। সদস্য সচিব আরো বলেন যে, উফশী জাতের বীজ ৩৫০০ জন উপকারভোগী কৃষকের মধ্যে বিতরণের জন্য ১৭৫০০ টন বীজের প্রয়োজন। এর মধ্যে বিএডিসি'র ব্রিধান-৪৮ বীজ ১০.৫০০ কেজি প্রকল্পের ৩০০০ কেজি, ব্রিধান- ৮২ প্রকল্পের ১০০০ কেজি, ব্রিধান- ৮৫ বিএডিসি'র ২০০০ কেজি প্রকল্পের ১০০০ কেজি উফশী বীজ সরবরাহে বরাদ্দ পাওয়া গেছে । আউশ উফশী বাকী বীজ বিভিন্ন বীজ উৎপাদন প্রকল্পের কৃষক/ বিএডিসি হতে সরবরাহ করা যাবে। বিভিন্ন উপজেলার খরিফ-১ মৌসুমের আবাদি জমির প্রকৃতি, মাটির ধরণ এবং এলাকার উপযোগিতার ভিত্তিতে উফশী জাতের বীজ মন্ত্রনালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত নং-১ ঃ কক্সবাজার জেলায় খরিফ-১ মৌসুমে আউশ উফশী বীজ ও সার চাষাবাদের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি লক্ষ্যে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় প্রাপ্ত ৩৫০০ বিঘা (জন) জমিতে আবাদের জন্য প্রদত্ত নীতমালা/বাস্তবায়ন পদ্ধতি (কপি সংযুক্ত) পালন সাপেক্ষে উক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য উপজেলাভিত্তিক নিম্নবর্ণিত ছক মোতাবেক উপবরাদ্দ দেয়ার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

খরিপ-১ মৌসুম ঃ আউশ উফশী

ক্রঃ নং	উপজেলার নাম	উপকারভোগীর কৃষকের সংখ্যা	বীজের পরিমাণ (কেজি)	ডিএপি (কেজি)	এমওপি (কেজি)
১	চকরিয়া	৮০০	৪০০০	১৬০০০	৮০০০
২	পেকুয়া	৫০০	২৫০০	১০০০০	৫০০০
৩	রামু	২০০	১০০০	৪০০০	২০০০
৪	সদর	৩০০	১৫০০	৬০০০	৩০০০
৫	উখিয়া	২০০	১০০০	৪০০০	২০০০
৬	টেকনাফ	২০০	১০০০	৪০০০	২০০০
৭	মহেশখালী	৪০০	২০০০	৮০০০	৪০০০
৮	কুতুবদিয়া	৯০০	৪৫০০	১৮০০০	৯০০০
	মোট	৩৫০০	১৭৫০০	৭০০০০	৩৫০০০

জনপ্রতি উপকরণ বা আর্থিক সহায়তা নিম্নরূপ- ফসল ঃ আউশ উফশী

ক্রম নং	উপকরণ/খাত	বোরো উফশী (বিঘা প্রতি খরচ)	
		উপকরণ সহায়তা (কেজি)	বিঘাপ্রতি আর্থিক সহায়তা (টাকা)
১	বীজ	৫.০০	২৪০
২	ডিএপি	২০.০০	২৮০
৩	এমওপি	১০.০০	১৩০
	মোট	৩৫.০০	৬৫০

ফসলঃ আউশ উফশী

ক্র নং	উপজেলার নাম	কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা (জন/বিঘা)	৩২৫১১০ ৯-বীজ ও চারা (টাকা)	৩২৫১১০৫-সার (টাকা)			৩৬৩১১৯৯- অন্যান্য অনুদান (টাকা)			মোট বরাদ্দ (টাকা) (৪+৭+১০)
				ডিএপি	এমওপি	মোট (৫+৬)	পরিবহন ব্যয়	আনুষঙ্গিক ও অপ্রত্যাশিত ব্যয়	মোট (৮+৯)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	চকরিয়া	৮০০	১৯২০০০	২২৪০০০	১০৪০০০	৩২৮০০০	৮৩০০০	২১০০০	১০৪০০০	৬২৪০০০
২	পেকুয়া	৫০০	১২০০০০	১৪০০০০	৬৫০০০	২০৫০০০	৫২৫০০	১৩০০০	৬৫৫০০	৩৯০৫০০
৩	রামু	২০০	৪৮০০০	৫৬০০০	২৬০০০	৮২০০০	২০৫০০	৫২০০	২৫৭০০	১৫৫৭০০
৪	সদর	৩০০	৭২০০০	৮৪০০০	৩৯০০০	১২৩০০০	৩১০০০	৭৮০০	৩৮৮০০	২৩৩৮০০
৫	উখিয়া	২০০	৪৮০০০	৫৬০০০	২৬০০০	৮২০০০	২১০০০	৫২০০	২৬২০০	১৫৬২০০
৬	টেকনাফ	২০০	৪৮০০০	৫৬০০০	২৬০০০	৮২০০০	২১০০০	৫২০০	২৬২০০	১৫৬২০০
৭	মহেশখালী	৪০০	৯৬০০০	১১২০০০	৫২০০০	১৬৪০০০	৪২৫০০	১০৫০০	৫৩০০০	৩১৩০০০
৮	কুতুবদিয়া	৯০০	২১৬০০০	২৫২০০০	১১৭০০০	৩৬৯০০০	৯৬০০০	২৩৯০০	১১৯৯০০	৭০৪৯০০
	মোট	৩৫০০	৮৪০০০০	৯৮০০০০	৪৫৫০০০	১৪৩৫০০০	৩৬৭৫০০	৯১৮০০	৪৫৯৩০০	২৭৩৪৩০০

সিদ্ধান্ত নং-২ ঃ প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও সুষ্ঠুভাবে বীজ বিতরণের সুবিধার্থে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের অগ্রাধিকার তালিকা উপজেলা কৃষি পুণর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক অনুমোদনপূর্বক জেলা কমিটিতে প্রেরণ করতে হবে। উল্লেখ্য যে,যদি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পাওয়া না যায় তাহলে মাঝারি কৃষক কর্মসূচীতে অন্তভুক্ত করা যাবে।

সিদ্ধান্ত নং-৩ ঃ কর্মসূচির অর্থ জেলা হিসাবরক্ষণ ও ফিন্যান্স অফিসারের কার্যালয়,কক্সবাজার হতে অগ্রিম উত্তোলন সাপেক্ষে যথাশীঘ্র উপকরণ ব্যয়,পরিবহন ও আনুষঙ্গিক খাতের অর্থ চেকের মাধ্যমে উপজেলায় প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়।

সিদ্ধান্ত নং-৪ ঃ সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক বীজ, সার বিতরণ করে মাস্টাররোলের কপি ও অর্থ খরচের সমন্বয় বিল/ভাউচার (প্রতিটির ০২ কপি) জেলা কমিটির সদস্য সচিবের নিকট প্রণোদনা কার্যক্রম শেষ হওয়ার ১০(দশ) কর্মদিবসের মধ্যে উপজেলা কমিটি কর্তৃক দাখিলের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত নং-৫ ঃ এ কর্মসূচির আওতায় আউশ ধানের উফশী বীজ উপজেলাওয়ারী বিভাজন অনুযায়ী নতুন উদ্ভাবিত উফশী জাত ব্রিধান-৪৮, ব্রিধান-৮২,ব্রিধান -৮৫ জাতের বীজ বিএডিসি এবং ডিএই আধুনিক প্রযুক্তিতে ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন,সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প অন্য প্রকল্প হতে (বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক প্রত্যায়িত) সংগ্রহ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত নং-৬ ঃ ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে PPA`2006 ও PPR`2008 অনুসরণসহ যাবতীয় আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে।

সিদ্ধান্ত নং-৭ ঃ উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর,কক্সবাজার কর্তৃক প্রাপ্ত অর্থ ও উপকরণ খাতওয়ারী উপজেলায় উপবরাদ্দ দেয়া সহ উক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বিগত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত নং-৮ ঃ উপজেলাওয়ারী বিভাজনের পর উপজেলা কৃষি পুর্ণবাসন বাস্তবায়ন কমিটির সভা করে বর্ণিত ফসল সমূহের চাষাবাদের উপযুক্ততা ও লক্ষ্য মাত্রা অনুযায়ী ইউনিয়ন ভিত্তিক বিভাজন করবেন এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক/ মাঝারী কৃষকের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন কালে একই পরিবারে যে কোন একটি ফসলের বেশি প্রণোদনা সহায়তা প্রদান করা যাবে না। পরিবহন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ উপজেলা কৃষি পুনবার্সন বাস্তবায়ন কমিটি সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুকূলে দূরত্ব অনুসারে ও বাস্তবতার নিরীখে জেলা কমিটি উপজেলাওয়ারী বিভাজনপূর্বক অনুকূলে চেক প্রদান করবেন।

সভাপতি বীজ ও সার বিতরণে যাতে কোন অনিয়ম না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে কর্মসূচির রোডম্যাপ (কৃষি পুনর্বাসনের পরিপত্র) অনুযায়ী যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য সকলকে তাগিদ ও পরামর্শ প্রদান করেন। আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৩/০৪/২০২২

মোঃ মামুনুর রশীদ
জেলা প্রশাসক
ও
সভাপতি
জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি
কক্সবাজার।

স্মারক নং ঃ ১২.০১.২০২২.০৪১.৮২.০৭৮.২০ ২৮২(৮)

তারিখ ঃ ০৬/০৪/২০২২ খ্রিঃ

অবগতি ও দ্রুত প্রয়োজনীয় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো-

১। উপজেলা চেয়ারম্যান, ... উপজেলা পরিষদ (সকল), কক্সবাজার।
২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ... (সকল), কক্সবাজার।
৩। উপজেলা কৃষি অফিসার, ... (সকল), কক্সবাজার।
৪। সিনিয়র সহকারী পরিচালক(বীজ)/ উপসহকারী পরিচালক(সার)বিএডিসি ,কক্সবাজার আপনাকে উপজেলা কৃষি অফিসার এর মনোনিত বাহক মারফত প্রণোদনার প্রয়োজনীয় বীজ ও সার সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুলিপি ঃ সদয় জ্ঞাতার্থে

১। পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর,খামারবাড়ি, ঢাকা।
দৃষ্টি আকর্ষনে ঃ উপপরিচালক (মনিটরিং), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর,খামারবাড়ি, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম।
৩। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কক্সবাজার।
৪। জেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা, সদস্য, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি, কক্সবাজার।

৬/৪/২২

ড. মোঃ এখলাছ উদ্দিন
উপপরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
ও
সদস্য সচিব
জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি
কক্সবাজার।